بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

## আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান বিন মাযঊন রাজিআল্লাহ তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৯ এপ্রিল ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার**

**তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো হযরত উসমান বিন মাযঊন। তার উপনাম ছিল আবু সায়েব। তিনি মক্কার কুরাইশদের বনু জামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন।

মহানবী (সাঃ) এর নবুয়তের ঘোষণার পর প্রাথমিক যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, (নবুয়তের ঘোষণার) কাছাকাছি যুগে অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে মহানবী (সাঃ) তালহা, যুবায়ের, উমর, হামযা, উসমান বিন মাযঊন- এর মতো এমন সাহাবীদের পেয়েছিলেন যাদের মাঝে প্রত্যেকেই তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর ঘামের জন্য নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৩ বছর পর্যন্ত বিপদাপদও এসেছে, সমস্যাও এসেছে, তাঁকে (সাঃ) কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (সাঃ) নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে বুদ্ধিমান, ববেকবান, মর্যাদাবান, তাকওয়াশীল, পবিত্র ব্যক্তিরা আমাকে গ্রহণ করেছে আর মুসলমানদের এখন একটি শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে এ কথা বলতো যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি উন্মাদ, তখন তার সঙ্গী তাকে বলতো যে, যদি তিনি উন্মাদ হয়ে থাকেন তাহলে অমুক ব্যক্তি, কেন তাকে মান্য করে, যে খুবই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান? এটি এমন এক উত্তর ছিল যার প্রতিউত্তর দেয়া কারো জন্য সম্ভব ছিল না।

ইউরোপিয়ান লেখকরা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিজেদের পুরো লেখনীশক্তি ব্যয় করে, অনেক বিরোধিতাপূর্ণ কথা বলে, আবু বকর যে ব্যক্তিকে মান্য করেছেন তিনি কীভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারেন? যে ব্যক্তিকে আবু বকর মান্য করেছে সে-ও নিশ্চয় প্রশংসাযোগ্য।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এই যুক্তিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রাঃ) প্রাথমিক যুগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। এরপর শিক্ষিত লোকদের এমন একটি জামা'তআল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান যারা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। আর তাঁকেও প্রারম্ভেই এমন সব সঙ্গী বা অনুসারী দান করেছেন, জগদ্বাসী যাদের প্রশংসা করতো।

অপর এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের আক্ষেপ এবং হিংসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, কাফেরদের হৃদয় সর্বদা পুড়ে ছাই হতো। এমন কোন সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল না যার সদস্যরা মহানবী (সাঃ) এর দাসত্ব বরণ করে নি। হযরত উসমান বিন মাযঊনও এক সম্ভ্রান্ত বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, এককথায় হাজার হাজার লোক এমন ছিল যারা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা নিজেদেরকে মহানবী (সাঃ) এর চরণে সমর্পন করে আর রণক্ষেত্রে নিজেদের পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে তরবারি চালনা করে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ইবনে ইসহাকের মতে তিনি ১৩ জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তার পুত্র সায়েব মুস লমানদের একটি দলের সাথে ইথিওপিয়ার প্রথম হিজরতও করেছিলেন। ইথিওপিয়ায় অবস্থানকালে যখন তারা সংবাদ পান যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে, তখন তিনি মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। তারা মক্কায় পৌঁছে জানতে পারেন যে এ খবর মিথ্যা। তখন ইথিওপিয়ায় ফিরে যাওয়া তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। এরপর কিছু লোক ইথিওপিয়ায় ফিরে যান আর কিছু লোক মক্কাবাসীদের কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ যারা সেখানে এসে যায় তারা কারো না কারো কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুকালের জন্য পথিমধ্যেই অবস্থান করে। হযরত উসমান বিন মাযঊন (রাঃ) ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান যখন দেখেন যে, মহানবী (সাঃ) এবং তার সাহাবীরা কষ্ট পাচ্ছেন, মানুষ তাদেরকে মারধর করছে, তাদের ওপর অত্যাচার করছে, আর তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র আশ্রয়ে আরামের সহিত জীবন যাপন করছেন। অতএব তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরা'র কাছে যান এবং বলেন যে, তোমার দায়িত্ব শেষ। আমি

তোমার আশ্রয়ে ছিলাম, এখন আমি এই আশ্রয় থেকে বেরিয়েমহানবী (সাঃ) এর কাছে যেতে চাই, কেননা আমি আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বা আশ্রয়েই সন্তুষ্ট। হযরত উসমান কাবা শরীফে গিয়ে সকলের সামনে তার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাবার ঘোষণা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্বৃতির বরাতে লিখেছেন। তিনি লিখেন, যখন মুসলমানদের কষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌ ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক। সুতরাং মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রাথমিক এই হিজরতকারীদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের অন্তর্গত ছিলেন যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্য, আর দুর্বল কমই চোখে পড়ে। এ থেকে দু'টো কথা বোঝা যায়। প্রথমত শক্তিশালী গোত্রের অন্তর্ভুক্তরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বলরা, যেমন কৃতদাস শ্রেণির মানুষ, এতই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, তাদের হিজরত করার সামর্থ্যও ছিল না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) নিজস্ব রীতিতে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন; তাঁদের মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্য এক অসহনীয় ধাক্কা বা আঘাত ছিল। মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো-একথাটি কেবল সেই ব্যক্তিই বলতো পারতো যার এ পৃথিবীতে আর কোন ঠিকানা নেই। সুতরাং তাদের বের হওয়া খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। তাদের হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তা-তো ছিলই। তাদেরকে যারা দেখেছে তাদের জন্যও তাদের অবস্থায় ব্যথিত না হয়ে উপায় ছিল না। অতএব এ কাফেলা যখন বের হচ্ছিল তখন হযরত উমর, যিনি তখনও অবিশ্বাসী ছিলেন আর ইসলামের কঠিন শত্রু ছিলেন, দৈবক্রমে এ কাফেলার কতক ব্যক্তির সামনে পড়ে যান। তাদের মাঝে উম্মে আবদুল্লাহ্‌ নামের একজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন। হযরত উমর যখন বাধা জিনিসপত্র ও প্রস্তুত বাহনকে দেখেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এরা মক্কা ছেড়ে ছলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ্‌! এ-তো হিজরতের প্রস্তুতি মনে হচ্ছে। উম্মে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। খোদার কসম, আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাবো, কেননা তোমরা আমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছ। আমরা ততদিন স্বদেশে ফিরে আসবোনা যতক্ষণ খোদাতা'লা আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা ও আরামের বিধান না করবেন। উম্মে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, উমর উত্তরে বলেন, আচ্ছা, খোদা তোমাদের সাথী হোন। তিনি বলেন, আমি তার কণ্ঠে নিদারুণ ভাবাবেগ অনুভব করেছি,অথচ তিনি মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর দ্রুত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। যাহোক, মক্কাবাসীরা এটি অবগত হওয়ার পর ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যাদের কাজ হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করা এবং মুসলমানদের ফেরত পাঠাতে তাকে প্ররোচিত করা। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ইথিওপিয়ায় যায়, বাদশাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। রাজদরবারীদেরও তারা মারাত্মকভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌র হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করেন। তিনি এদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, রাজদরবারীদের নাছোড় মনোবৃত্তি সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এই প্রতিনিধিদল যখন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে তখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ফেরত আনার জন্য অপর একটি ফন্দি আঁটে আর তাহলো ইথিওপিয়াগামী কতক কাফেলার মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মক্কার সব মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। এই খবর যখন ইথিওপিয়া পেঁক্সছে তখন অধিকাংশ মুসলমান আনন্দের আতিশয্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে তারা জানতে পারে যে, এ খবর নিছক দুষ্কৃতিমূলকভাবে ছড়ানো হয়েছে যাতে সত্যের লেশমাত্রও নেই। তখন কিছু লোক,যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে,ইথিওপিয়া ফিরে যায় আর কিছু মক্কায় অবস্থান করে। মক্কায় অবস্থানকারীদের মাঝে হযরত উসমান বিন মাযঊনও ছিলেন, যিনি মক্কার অনেক বড় এক সম্পদশালী ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। এবার তার পিতার এক বন্ধু ওয়ালীদ বিন মুগীরা তাকে আশ্রয় দেন। তিনি নিরাপদে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তখন তিনি দেখেন যে, অন্য কতক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে আর তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট দেয়া হয়। তখন তিনি ওয়ালীদের কাছে যান আর বলেন যে, আমি আপনার আশ্রয় ফেরত দিচ্ছি। কেননা আমার জন্য এটি অসহনীয় যে, অন্য মুসলমানরা কষ্ট সহ্য করবে আর আমি আরামে বা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব! সুতরাং ওয়লীদ ঘোষণা করে দেয় যে, উসমান এখন আর আমার আশ্রয়ে নেই।

এরপর একদিন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে বসে তার কবিতা

শুনাচ্ছিল। সে একটি পঙ্‌ক্তি পড়ে যে, وكل نعيم لامحالة زائل যার অর্থ হলো একদিন সকল নেয়ামত ফুরিয়ে যাবে, উসমান বিন মাযঊন বলেন, এটি ভুল কথা; জান্নাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। লাবীদ অনেক বড় এক মানুষ ছিল। এ উত্তর শুনে সে ক্ষেপে যায় এবং বলে, হে লোকসকল! তোমাদের অতিথিকে পূর্বে এভাবে অপদস্থ করা হতো না। এই নতুন সংস্কৃতি কবে থেকে আরম্ভ হলো? তখন একব্যক্তি বলে যে, এ নির্বোধ মানুষ, তারা কথায় কর্ণপাত করবেন না। হযরত উসমান নিজের কথায় অবিচল থেকে বলেন, এতে বুদ্ধিহীনতার কী আছে? আমি যে কথা বলেছি তা সত্য। তখন এক ব্যক্তি গিয়ে সজোরো তাঁর মুখে ঘুসি মারে যার ফলে তাঁর একটি চোখ বের হয়ে আসে বা ফুলে যায়। তাঁর আশ্রয়দাতা ও পিতার বন্ধু ওয়ালীদ তখন সেই বৈঠকে বসা ছিল। উসমানের পিতার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তার প্রয়াত বন্ধুর পুত্রের এ অবস্থা তার কাছে অসহনীয় ছিল, কিন্তু মক্কার রীতি অনুসারে উসমান যেহেতু তার নিরাপত্তায় আশ্রিত ছিলেন না তাই সে তার পক্ষও নিতে পারছিল না। অতএবঅন্য কিছ করতে না পেরে গভীর দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠেউসমানকেই সে বললো যে, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! খোদার কসম, তোমার এই চোখ এই আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারতো, কেননা তুমি আমার বা একটি সু দৃঢ় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ছিলে,(অর্থাৎ ওয়ালীদের আশ্রয়ে ছিল) কিন্তু তুমি নিজেই তোমার আশ্রয়কে পরিত্যাগ করেছ আর আজকে এই দিন দেখতে হচ্ছে। হযরত উসমান উত্তরে বলেন, আমার সাথে যাকিছু হয়েছে আমি নিজেই এর বাসনা পোষণ করতাম। তুমি আমার বেরিয়ে আসা চোখের জন্য বিলাপ করছ, অথচ আমার সুস্থ চোখও ছটফট করছে যে, তার বোনের সাথে যা হয়েছে তা তার সাথে কেন হচ্ছে না? তিনি লিখেন, উসমান ওয়ালীদকে উত্তর দেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ আমার জন্য যথেষ্ট। যদি তিনি কষ্ট সহ্য করেন তাহলে আমি কেন করব না? আমার জন্য খোদার নিরাপত্তাই যথেষ্ট।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের এভাবে উত্তর দেয়ার কারণ হলো, তিনি কুরআন করীম শুনে রেখেছিলেন, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং কুরআন করীম পড়েছিলেন। এখন তাঁর দৃষ্টিতে কবিতার কোন গুরুত্বই ছিল না। তিনি লেখেন, পরে লাবীদও মুসলমান হয়ে যায় আর মুসলমান হওয়ার পর লাবীদও এই পন্থাই অবলম্বন করেন। যেমন একবার হযরত উমর (রাঃ) তাঁর একজন গভর্ণরকে বলে পাঠান যে, আমার কাছে কিছু প্রসিদ্ধ কবির নতুন কবিতা পাঠাও। লাবীদের কাছে, যিনি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলে তিনি কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন।

হযরত উসমানের সাথে মহানবী (সাঃ) এর যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই একটি ঘটনার মাধ্যমে ঘটে; রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এর পুত্র ইব্রাহীমের যখন ইন্তেকাল হয়, তখন মহানবী (সাঃ) তাকে চুমু খান আর তাঁর (সাঃ) এর চোখ থেকে তখন অশ্রু প্রবহমান ছিল। তখন তিনি তার পবিত্র লাশের উদ্দেশ্যে বলেন, الحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعون **(আলহিক্ব বেসালাফিনাস্ সালেহ্ উসমান ইবনা মাযঊন)**। অর্থাৎ আমাদের পুণ্যবান স্নেহভাজন উসমান বিন মাযঊন এর সাহচর্যে গিয়ে মিলিত হও।

হযরত উসমান বিন মাযঊনের মদিনায় হিজরতের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ: মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী বর্ণনা করেন, মাযঊন পরিবার তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের নরনারী সকলেই সমবেতভাবে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের কেউ মক্কায় থেকে যায় নি। হযরত উম্মে আলা বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সাঃ) ও মুহাজিরগণ মদিনা আসেন তখন আনসারের বাসনা ছিল তাদেরকে নিজেদের ঘরে রাখার। তখন তাদের জন্য লটারি করা হয়। হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ভাগে আসেন। মহানবী (সাঃ) হযরত উসমান বিন মাযঊন ও হযরত আবু হায়সাম বিন তায়হানের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত উসমান মদিনায় হিজরত করেন আর বদরের যুদ্ধেও অংশগ্র হণ করেন। তিনি সবার চেয়ে অধিক আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে ইবাদত করতেন। দিনে রোজা রাখতেন, রাতে ইবাদত করতেন। কামনা বাসনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। নারীসঙ্গ বর্জনের চেষ্টা করতেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে জগৎ ছেড়ে দেয়া ও খোজা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন,কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে এমনটি করতে বারণ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ ওসুদুল গাবায় এটি লিখিত আছে।

এরপর এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, একদিন হযরত উসমান বিন মাযঊনের স্ত্রী মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে আসেন। মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীরা তাকে আগোছালো অবস্থায় অর্থাৎ ময়লা কাপড় ও আগোছালো চুল দেখে বলেন, তুমি নিজের অবস্থা এমনটি কেন বানিয়ে রেখেছ? নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখো। কুরাইশদের কেউ তোমার স্বামীর চেয়ে বেশী সম্পদশালী নয়। এমন নয় যে, তোমার সামর্থ্য

নেই। তোমার স্বামী খুবই ধনবান মানুষ, নিজের অবস্থা সুধরাও। তখন হযরত উসমানের স্ত্রী মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে, যাদের সবাই একসাথে বসেছিলেন, বলেন,আপনারা উসমানের যে ধনসম্পদের কথা বলছেন সেসবে আমাদের কোন অধিকার নেই; কেননা আমার জন্য তার মাঝে কোন আবেগ-অনুভূতি নেই। তিনি রাতে ইবাদত করেন আর আল্লাহর ইবাদতেই রত থাকেন, আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন না। দিনে রোজা রাখেন। মহানবী (সাঃ) আসলে তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা তাঁকে ওসমানের স্ত্রীর কথা অবহিত করেন। মহানবী (সাঃ) হযরত উসমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার সত্তায় কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই? তিনি নিবেদন করেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, ব্যাপার কী? আমি শতভাগ আপনার কথা অনুসারে চলার চেষ্টা করি। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, তুমি সারাদিন রোজা রাখ আর সারারাত ইবাদত কর? তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি এমনই করি। তিনি (সাঃ) বলেন, এমনটি করো না। তোমার চোখের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার দেহের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার-পরিজনেরও তোমার কাছে প্রাপ্য রয়েছে, তোমার স্ত্রী-সন্তানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নামায পড়, আবার ঘুমাও। নফল পড়, রাতে জাগ, কিন্তু ঘুমানোও আবশ্যক। রোজা রাখ আবার রোজা ছেড়েও দাও। যদি ঐচ্ছিক রোজা রাখতে হয় রাখ, কিন্তু কিছু দিন রোজা ছেড়ে দেয়াও আবশ্যক। হযরত উসমানকে মহানবী (সাঃ) এর একথা বলার স্বল্পকাল পর তাঁর স্ত্রী পুনরায় মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীদের কাছে আসেন। তিনি তখন এমনভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন তিনি নববধূ। তাঁরা বলেন ব্যপার কী, আজ খুব সেজেগুজে রয়েছে? তখন তিনি বলেন,আমি এখন সেসব পেয়েছি যা মানুষের লব্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এখন স্বামী মনোযোগ দিচ্ছেন।

এবিষয়ে হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) হযরত উসমান বিন মাযঊনকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি কি আমার রীতি অপছন্দ কর? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না, আমি আপনার পন্থাই অন্বেষণ করি। তিনি (সাঃ) বলেন, আমি ঘুমাইও, আবার নামাযও পড়ি। রোজাও রাখি আবার রোজা ছেড়েও দেই। মহিলাদের বিয়েও করি। হে উসমান! খোদাকে ভয় কর। তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে, আর স্বয়ং তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন কোন সময় রোজা রেখো আর কোন সময় ছেড়ে দিও। নামাযও পড় আবার বিশ্রামও কর।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত উসমান বিন মাযউন (রাঃ) অজ্ঞতার যুগেই মদ্যপান করা থেকে দূরে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনো মদ পান করতেন না। ইসলাম গ্রহণের পরও সংসারত্যাগী হওয়ার বাসনা রাখতেন। কিন্তু মহানবী(সাঃ) এই বলে তাকে অনুমতি দেন নি যে, ইসলামে কৌমার্যের অনুমতি নেই।

হযরত উসমান বিন মাযউন প্রথম মুহাজের ছিলেন যিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনায় দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে বদরের যুদ্ধের ২২ মাস পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর যাদের জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়েছে তাদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। যাহোক তাঁর ব্যাপারে আরো কিছু কথাও আছে যা ইনাশাল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে বর্ণনা করবো।

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
19 April 2019

**www.mta.tv**
**www.alislam.org**
**www.ahmadiyyabangla.org**

**From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B**